সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫)

- সিকান্দার আবু জাফর

পাঠ-৪

উদ্দেশ্য

এই নাট্যাংশ পড়ার পর শিক্ষার্থীরা–

১. পলাশির যুদ্ধের বর্ণনা দিতে পারবে।

২. নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আটকা পড়ে গেছেন এবং অসহায় অবস্থায় রাজধানী (মুর্শিদাবাদ) ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন, সেটা বর্ণনা করতে পারবে।

মূলপাঠঃ সংক্ষিপ্ত

(তৃতীয় অঙ্ক)। ক্ষিপ্ত ও ক্রুব্ধ ঘসেটি বেগম রাজবাড়িতে (হিরাঝিল প্রাসাদ) এসে উপস্থিত হলেন এবং রাজমাতা (আমিনা বেগম), রাজবধূ (লুৎফুন্নিসা) ও নবাব সিরাজউদ্দৌলকে দোষারোপ করলেন। এটা স্পষ্টত গৃহবিবাদের ইঙ্গিত দেয়। এরপর ক্লান্ত অবসন্ন নবাব রাজবধূর কক্ষে বিশ্রাম নিতে গেলেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাঁর বিশ্রাম নেওয়া হলো না। তার বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল মধ্যরাতে এসে হাজির হলেন এবং তার আহ্বানে নবাব মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশিতে যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি দেখতে চলে গেলেন। পরদিন ২৩ জুন, ১৭৫৭ যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ-পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালের পরামর্শে রাজধানীতে (মুর্শিদাবাদ) ফিরে গেলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ-প্রস্তুতির চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। এরপর নিরুপায় নবাব গোপনে স্ত্রীসহ বিহারের (পাটনা) উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ–

দাদু– আলিবর্দি খাঁ।

দেয়াল– প্রাচীর। অধঃস্তন স্বদেশিদের ষড়যন্ত্র বোঝানো হয়েছে।

লক্ষবাগ– পলাশির নিকটবর্তী স্থান।

ছাউনি– camp, তাঁবু।

ফৌজ– সৈন্য।

ফৌজদার– সেনাপতি।

টীকাঃ

ক. 'যে সত্যিকারের মা তার মহলেই তো চাঁদের হাট বসিয়েছ।'– ঘসেটি বেগম, ১ম দৃশ্য

খ. 'সিরাজ আমার কেউ নয়।'– ঘসেটি বেগম, ১ম দৃশ্য

গ. 'আমার সারা অস্তিত্ব জুড়ে কেবল যেন দেয়ালের ভিড়।'– সিরাজ, ১ম দৃশ্য

ঘ. 'গুপ্তচরের কাজ করেছি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার খাতিরে।'– নারান সিং, ৩য় দৃশ্য

ঙ. 'দেশপ্রেমিকের রক্ত যেন আবর্জনার স্তূপে চাপা না পড়ে।'– সিরাজ, ৪র্থ দৃশ্য

চ. 'অন্ধকারে ফাঁকা দরবারে বসে থেকে কোনো লাভ নেই নবাব।'– লুৎফা, ৪র্থ দৃশ্য

প্রশ্নোত্তর পর্ব

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

লিখিত ও মৌখিক

বিভিন্ন বোর্ড (২০১৬ - ২০১৯)